দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

SEP. ৩০ 2002

দেশের প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ব বাংলার কৃষক দরদী নেতা শেরে বাংলা এ কে এম ফজলুল হক ১৯৩৮ সালের ১১ ডিসেম্বর 'দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারিস্ট' নামে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট নামে পরিচিত ছিল, তবে সর্বসাধারণের কাছে 'কৃষি কলেজ' নামেই পরিচিত ছিল যার পশ্চিম দিককার প্রবেশ পথটি আজও মিরপুর রোডের সাথে কলেজ গেট নামেই পরিচিত।

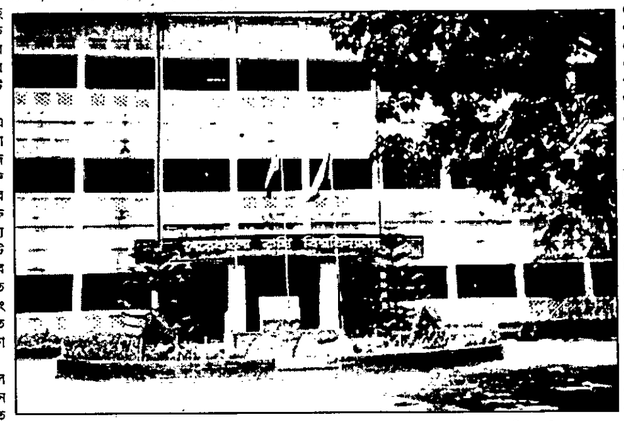

প্রতিষ্ঠার পর হতে এ ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে এবং স্নাতক পর্যায়ের কোর্স প্রবর্তন করে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের মত এটিও একটি মৌলিক অনুষদ হিসেবে বিবেচিত হত, যাতে যুক্তরাজ্যের রিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে গর্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ যৌগিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত।

পরবর্তীকালে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে পূর্ব পাকিস্তান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর এই ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-ছাত্রসহ বিদ্যানুরাগীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষ হতে এর একাডেমিক নিয়ন্ত্রণ উক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। তখন উক্ত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালুকৃত এসএসসির পর পঞ্চবার্ষিকী ডিগ্রী কোর্সটি এখানেও চালু করা হয়। তখন এ ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দক্ষভাবে পরিপূর্ণ কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার খাতিরে ১৯৭০ সাল হতে এইচএসসির পর চার বছরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা যা বর্তমানে বিএসসি এজি কোর্স নামে পরিচিত।

প্রতিষ্ঠার পর এর একাডেমিক দায়িত্ব প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হলেও এর প্রশাসনিক দায়িত্ব সরাসরি কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাধীনে এর প্রশাসনিক দায়িত্ব চালিয়ে আসছিল।

গত ৬ জানুয়ারী ২০০১ হীরক জয়ন্তী ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী একে বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন এবং ৯ জুলাই ২০০১ জাতীয় সংসদে 'শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০১' সাল হওয়ার পর এর প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার বৃদ্ধি ঘটে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমে ভিসি নিয়োগ ও পরে সিন্ডিকেট গঠন করে একে একটি পরিপূর্ণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে এর জায়গার পরিমাণ ছিল ২৫০ একর, [illegible] সংসদ ভবন এলাকা, জিয়া উদ্যান ও বাণিজ্য মেলার মাঠ ছিল এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে, বর্তমানে এর জায়গার পরিমাণ মাত্র ৮৬ একর যার মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এ বিশ্ববিদ্যালয়।

যেহেতু বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সেহেতু বর্তমানে এর জন্য ৮৬ একর জায়গা যথেষ্ট নয়। শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণের আধুনিকায়নের জন্য বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশী জোর দিচ্ছে এবং আগামী ভর্তি সেশন থেকে বর্তমানে যেসব বিষয়ের উপর বাজারে চাহিদা বেশী সেই বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে বর্তমানে যে বাণিজ্য মেলার মাঠটি রয়েছে সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসাকে সকলেই খুব জরুরী মনে করছেন এবং এ ব্যাপারে সরকারের কাছেও জানানো হয়েছে।

যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকার বুকে অবস্থিত, তাই বিভিন্ন দাতা সংস্থাকে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারের সবচেয়ে বেশী সুদৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে সকলে মনে করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিকায়ন করতে যা যা প্রয়োজন ইতিমধ্যেই কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে যেন এই বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে কৃষি শিক্ষার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হতে পারে– এ প্রচেষ্টা ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সকলের। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তার অতীত ঐতিহ্যকে লালন করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে– এ কামনাই সকলের।

❑ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী